গাংনীতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে শিশুর মৃত্যু

মেহেরপুরের গাংনীতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে বেলাল হোসেন (৬) নামের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে।

গতকাল বুধবার রাতে গাংনী উপজেলার তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়নের করমদী সাজিপাড়া গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত বেলাল হোসেন ওই গ্রামের প্রবাসী মো. রকিবুল ইসলামের ছেলে।

স্থানীয়রা জানান, বেলাল নিজ বাড়িতে একটি লোহার পেরেক নিয়ে টেবিলের ওপর খেলছিল। এ সময় তার মা মোবাইল ফোনে তার বাবার সঙ্গে কথা বলছিলেন। অসাবধানতাবশত শিশুটি হাতে থাকা পেরেকটি টেবিলের ওপর থাকা বৈদ্যুতিক সকেটে প্রবেশ করালে সে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়।

পরে তাকে উদ্ধার করে স্থানীয় সন্ধানী হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

স্থানীয় বাসিন্দা এনামুল হক জানান, বেলাল টেবিলের ওপর বসে খেলছিল। এ সময় হাতে থাকা পেরেক সকেটে লাগলে সে গুরুতর আহত হয়। পরে হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। তিনি আরও বলেন, ছোট শিশুদের ক্ষেত্রে অভিভাবকদের আরও সতর্ক থাকা প্রয়োজন এবং বিপজ্জনক বস্তু শিশুদের নাগালের বাইরে রাখা উচিত।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়নের প্যানেল চেয়ারম্যান মো. তৌহিদুল ইসলাম জানান, পেরেক সকেটে ঢোকানোর ফলে শিশুটি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয় এবং হাসপাতালে নেওয়ার পর তার মৃত্যু হয়।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি তদন্ত) উত্তম কুমার দাস জানান, ঘটনাটি জানার পর পুলিশ ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়েছে এবং বিস্তারিত খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে।

জ্বালানি সংকটে মেহেরপুরে মোটরসাইকেল বিক্রিতে ভাটা

ঈদু মৌসুমে প্রতি বছর মোটরসাইকেল বিক্রির সবচেয়ে ব্যস্ত সময় পার করেন বিক্রেতারা। তবে এবার জ্বালানি সংকটের কারণে ঈদের পর মেহেরপুরে মোটরসাইকেল বিক্রিতে অস্বাভাবিক মন্দা দেখা দিয়েছে।

স্থানীয় ডিলার ও সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, অন্যান্য বছরের মতো ঈদের আগে বিশেষ ছাড় ও অফার থাকলেও এবার তেল সংকটের কারণে অনেক ক্রেতাই মোটরসাইকেল কেনার সিদ্ধান্ত থেকে পিছিয়ে যাচ্ছেন।

তবে মেহেরপুরে ইলেকট্রিক বাইকের বিক্রি বেড়েছে। আগে যেখানে একটি শোরুমে মাসে তিন থেকে চারটি ইলেকট্রিক বাইক বিক্রি হতো, বর্তমানে বিক্রি হচ্ছে ১০ থেকে ১৫টি।

বিক্রেতারা জানান, জ্বালানি সংকটের কারণে মোটরসাইকেল ব্যবহারে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। ফলে নতুন মোটরসাইকেল কেনার আগ্রহ কমে গেছে। অনেক ক্রেতাই এখন পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছেন। এছাড়া বাইক সার্ভিসিং এর সংখ্যাও কমে গেছে।

মেহেরপুর শহরের মেসার্স হোসেন মোটরসাইকেল গ্যালারির ম্যানেজার নাইহান নাহিদ বলেন, ঈদের সময় স্বাভাবিকের তুলনায় বিক্রি ভালই ছিল, কিন্তু এই মাসে তেল সংকটের কারণে বেচাকেনা প্রায় শূন্য। আমাদের বিক্রি ৯০% কমেছে।

বাজাজ শোরুমের মোঃ হাসিদুর রহমান বিপ্লব জানান, জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারির তুলনায় এই মাসে বিক্রি অনেক কম। তেল সংকটের কারণে মানুষ মোটরসাইকেল চালাচ্ছে না, কিনছে ও না।

হিরো শোরুমের স্বত্বাধিকারী মোহাম্মদ কবিরুজ্জামান সেন্টু বলেন, তেলের সংকটের পর বিক্রি আগের তুলনায় প্রায় ৯০% কমে গেছে।

ইলেকট্রিক মোটরসাইকেল শোরুমের মোঃ রোহিত ইসলাম বলেন, আলহামদুলিল্লাহ, আগের তুলনায় আমাদের ইলেকট্রিক বাইকের বিক্রি দ্বিগুণ। যেখানে মাসে পাঁচ থেকে ছয়টি বিক্রি হতো, এখন আমরা মাসে ১৫ থেকে ২০টি বিক্রি করতে পারছি।

জেলা শহরের বিভিন্ন ফিলিং স্টেশনে মোটরসাইকেল চালকদের দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করেও অনেক সময় প্রয়োজনীয় জ্বালানি পাওয়া যাচ্ছে না।

রাইডার ও সাধারণ চালকরা জানান, দীর্ঘ সময় অপেক্ষার কারণে তারা আগের মতো গাড়ি চালাতে পারছেন না।

গাংনী থেকে এক রাইডার বলেন, তেল নিতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড়াতে হয়। এজন্য এখন ট্রিপ কমিয়ে দিয়েছি।
বিক্রেতারা আশঙ্কা করছেন, জ্বালানি সরবরাহ স্বাভাবিক না হলে আগামী দিনগুলোতে বিক্রি আরও কমে যাবে।

মুজিবনগরে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ ও বিজ্ঞান মেলার উদ্বোধন

“উদ্ভাবন নির্ভর বাংলাদেশ গঠনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি” এই স্লোগানকে সামনে রেখে মুজিবনগরে ২ দিনব্যাপী ৪৭তম জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ ও বিজ্ঞান মেলার উদ্বোধন করা হয়েছে।

বুধবার সকালে মুজিবনগর সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এ মেলার উদ্বোধন করা হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) ও (শিক্ষা ও আইসিটি) পার্থ প্রতিম শীল। তিনি ফিতা কেটে মেলার শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সাইফুল হুদা।

এ সময় বক্তব্য রাখেন মুজিবনগর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মামুন উদ্দীন আল আজাদ, মুজিবনগর সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ইজারুল ইসলাম, মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সভাপতি ওমর ফারুক প্রিন্স এবং সাধারণ সম্পাদক হাসান মোস্তাফিজুর রহমান।

মুজিবনগর উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে অনুষ্ঠিত এ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মেলায় মোট ১৫টি স্টল অংশগ্রহণ করে।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন মুজিবনগর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের একাডেমিক সুপারভাইজার হাসনাইন কবির। উদ্বোধনের পর প্রধান অতিথি ও অন্যান্য অতিথিরা মেলার বিভিন্ন স্টল পরিদর্শন করেন।

আলোচনা সভা শেষে সারাদিনব্যাপী ১০ম বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড ও ১০ম বিজ্ঞান বিষয়ক কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুরে ক্ষুদে বিজ্ঞানীদের দারুণ উদ্ভাবনের প্রদর্শনী

মেহেরপুরে ৪৭তম জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ এবং বিজ্ঞান মেলার উদ্বোধন করা হয়েছে। দুই দিনব্যাপী এই মেলায় ক্ষুদে বিজ্ঞানীরা স্বয়ংক্রিয় কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, ফার্ম সম্প্রসারণ প্রযুক্তি, উন্নত কৃষি ব্যবস্থা এবং ফ্যাক্টরি কার্বন ফিল্টারসহ নানা উদ্ভাবনী প্রকল্প প্রদর্শন করছে।

বুধবার সকাল ১০টায় উপজেলা পরিষদ চত্বরে জেলা প্রশাসনের আয়োজনে, জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের তত্ত্বাবধানে এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় এ মেলার উদ্বোধন করা হয়।

মেলার উদ্বোধন করেন প্রধান অতিথি জেলা প্রশাসক ও বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট শিল্পী রাণী রায়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ খায়রুল ইসলাম।

উদ্বোধনী বক্তব্যে প্রধান অতিথি বলেন, বর্তমান বিশ্বে টিকে থাকতে হলে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকল্প নেই। শিক্ষার্থীদের উদ্ভাবনী চিন্তাধারা ও গবেষণামুখী মনোভাব দেশকে এগিয়ে নিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

তিনি ক্ষুদে বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবনী কাজ দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং ভবিষ্যতে আরও বড় পরিসরে কাজ করার আহ্বান জানান।

মেলায় জেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করে তাদের উদ্ভাবিত নানা প্রকল্প উপস্থাপন করছে।

মেলায় আগত দর্শনার্থীরা শিক্ষার্থীদের তৈরি প্রকল্প ঘুরে দেখছেন এবং তাদের উদ্ভাবনী চিন্তাধারার প্রশংসা করছেন।

আয়োজকরা জানান, দুই দিনব্যাপী এই মেলায় বিভিন্ন প্রতিযোগিতা, প্রদর্শনী এবং আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে। মেলার শেষ দিনে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হবে।

মুজিবনগরে বাংলাদেশ ইয়ুথ ফার্স্ট কনসার্নের ঘুড়ি উৎসব

“মাদক নয়, উড়াই ঘুড়ি, আলোকিত সমাজ গড়ি” এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে মেহেরপুরের মুজিবনগরে ব্যতিক্রমধর্মী মাদকবিরোধী ঘুড়ি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার (৭ এপ্রিল) সকাল সাড়ে ১০টায় মুজিবনগর উপজেলা খেলার মাঠে বাংলাদেশ ইয়ুথ ফার্স্ট কনসার্ন (BYFC), মুজিবনগর শাখার আয়োজনে এবং মুজিবনগর উপজেলা প্রশাসন ও মেহেরপুর মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহযোগিতায় এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

যুবসমাজকে মাদকের ভয়াবহতা সম্পর্কে সচেতন করা এবং একটি সুস্থ ও সুন্দর সমাজ গড়ার লক্ষ্যে আয়োজিত এ কর্মসূচিতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সাইফুল হুদা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক রাসেল আহমেদ, পরিদর্শক বিদ্যুৎ বিহারী নাথ এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা সেলিম রেজা।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সভাপতি মুন্সী ওমর ফারুক প্রিন্স, সাধারণ সম্পাদক হাসান মোস্তাফিজুর রহমানসহ প্রেসক্লাবের সদস্যবৃন্দ এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ ইয়ুথ ফার্স্ট কনসার্ন,

মুজিবনগর শাখার প্রোগ্রাম ম্যানেজার জন অমৃত মণ্ডল।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সাইফুল হুদা বলেন, “যুবসমাজই দেশের ভবিষ্যৎ। তাদের মাদকমুক্ত রাখতে হলে এ ধরনের সচেতনতামূলক কর্মসূচি আরও বেশি আয়োজন করা জরুরি।”

বিশেষ অতিথিরা মাদকের ক্ষতিকর দিক তুলে ধরে বলেন, মাদক প্রতিরোধে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রকে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে।

উৎসবে অংশগ্রহণকারী তরুণ-তরুণীরা রঙিন ঘুড়ি উড়িয়ে আনন্দ-উল্লাসের মাধ্যমে মাদকবিরোধী বার্তা ছড়িয়ে দেন। পুরো অনুষ্ঠানটি উৎসবমুখর ও প্রাণবন্ত পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়।

আয়োজকরা জানান, ভবিষ্যতেও এ ধরনের সামাজিক উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে, যাতে একটি মাদকমুক্ত ও আলোকিত সমাজ গড়ে তোলা যায়।

ঘুড়ি ওড়ানোতে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

মেহেরপুরে বাংলা নববর্ষ উদযাপন উপলক্ষে প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরে বাংলা নববর্ষ ১৪৩৩ উদযাপন উপলক্ষে প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার (৭ এপ্রিল) জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক শিল্পী রানী রায়।

আসন্ন বাংলা নববর্ষ উদযাপনকে যথাযোগ্য মর্যাদা, আনন্দঘন পরিবেশ ও সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে এ সভার আয়োজন করা হয়। এতে বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর প্রতিনিধি এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

সভায় নববর্ষের বিভিন্ন কর্মসূচি সফলভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সার্বিক প্রস্তুতি, নিরাপত্তা ব্যবস্থা, পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

এসময় বক্তারা বলেন, সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে একটি নিরাপদ, সুন্দর ও আনন্দমুখর পরিবেশে বাংলা নববর্ষ উদযাপন করা হবে।

গাংনীতে ট্রলির চাকা খুলে নির্মাণ শ্রমিকের মৃত্যু, আহত ৬

মেহেরপুরের গাংনীতে ছাদ ঢালাই কাজের উদ্দেশ্যে যাওয়ার পথে স্যালো ইঞ্জিন চালিত ট্রলির চাকা খুলে সাবেদুল ইসলাম (৪৫) নামের এক নির্মাণ শ্রমিক নিহত হয়েছেন। এসময় ৬ জন শ্রমিক আহত হয়েছেন।

আজ মঙ্গলবার সকালে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া মহাসড়কের আকুবপুর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত সাবেদুল ইসলাম গাংনী উপজেলার তেরাইল গ্রামের বিলপাড়া এলাকার কায়েমউদ্দিনের ছেলে।

ট্রলিতে থাকা আরও ৬ জন আহত হয়েছেন। তারা হলেন তেরাইল গ্রামের বিলপাড়া এলাকার নজরুল ইসলাম (৫০), সজিব হোসেন (১৬), ইসরাফিল হোসেন (৩৫), তুহিন হোসেন (২৪), জহুরুল ইসলাম (৪৭) এবং ভরাট গ্রামের সুরুজ হোসেন (১৬)।

আহতদের উদ্ধার করে বামুন্দির একটি ক্লিনিকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।

স্থানীয় জানান,মঙ্গলবার সকালে তেরাইল বাজার থেকে সাত জন শ্রমিক শ্যালো ইঞ্জিনচালিত একটি ট্রলিতে করে কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার আমলা বাজারে একটি বাড়ির ছাদ ঢালাইয়ের কাজ করতে যাচ্ছিলেন। যাওয়ার পথে আকুবপুর এলাকায় পৌঁছালে ট্রলিটির চাকা খুলে

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশে উল্টে যায়। এ সময় ট্রলির নিচে চাপা পড়ে সাবেদুল ইসলামের বাম পা শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

‎স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করেন। সেখান থেকে তাকে ঢাকার পঙ্গু হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়। ঢাকায় নেওয়ার পথে দুপুরের দিকে তার মৃত্যু হয়।

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ উত্তম কুমার দাস সড়ক দুর্ঘটনায় নিহতের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

গাংনীতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে পুড়লো বসতবাড়ি ও পানের বরজ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাজিপুরে মধ্যরাতে গোয়ালঘরে আগুন লেগে তিনটি গরু দগ্ধ হওয়ার ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্যে দুটি গরু পুড়ে মারা গেছে। আগুনে বসতবাড়ি ও পাশের পান চাষের বরজ পুড়ে যায়। এক নিমিষেই তিন বিঘা জমির পানের বরজসহ চারটি পরিবারের স্বপ্ন পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

প্রাথমিকভাবে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ২০ লাখ টাকা বলে ধারণা করা হচ্ছে।

ঘটনাটি সোমবার মধ্যরাত ১২টার দিকে মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার কাজিপুর ইউনিয়নের ১ নম্বর ওয়ার্ডের মিলিটারি পাড়ায় মিন্টু হোসেনের বাড়িতে ঘটে। পানের বরজের মালিকরা হলেন একই এলাকার নজরুল ইসলাম ও ইন্তাজুল হক।

স্থানীয়দের ধারণা, গরু রাখা গোয়ালঘর থেকেই আগুনের সূত্রপাত হয়েছে।

ক্ষতিগ্রস্ত মিন্টু হোসেন বলেন, “রাতে বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলাম। হঠাৎ আগুনের লেলিহান শিখা দেখে বাড়ির দিকে ছুটে আসি।

কোনোভাবে পরিবারের সদস্যদের ঘর থেকে বের করতে পেরেছি। কিন্তু

আমার তিনটি গরু, মুরগি ও ঘরের সব আসবাবপত্র চোখের সামনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। গরুগুলো ঋণের টাকায় কিনেছিলাম। এখন কীভাবে সেই ঋণ শোধ করবো বুঝতে পারছি না। গতকাল সব ছিল, আজ আমি নিঃস্ব।”

পান চাষি নজরুল ইসলাম বলেন, “বাড়ির পাশে দুই বিঘা জমিতে পানের আবাদ ছিল। রাতে শুনতে পাই বরজে আগুন লেগেছে। স্থানীয়দের সহযোগিতায় আগুন নিয়ন্ত্রণে এলেও ততক্ষণে সব পুড়ে গেছে। আমি জমি লিজ নিয়ে চাষ করেছিলাম, এখন সব শেষ।”

আরেক চাষি ইন্তাজুল হক বলেন, “রাতের আগুনে আমাদের বরজের সব পান পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। আমি ও আমার পরিবার পথে বসে গেছি। প্রায় ১৭ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে।”

স্থানীয় ইউপি সদস্য রফিকুল ইসলাম জানান, মধ্যরাতে মিন্টু হোসেনের গোয়ালঘরে আগুন লাগে। এতে তিনটি গরু দগ্ধ হয়, যার মধ্যে দুটি মারা গেছে। গরুগুলোর আনুমানিক মূল্য প্রায় সাড়ে ৩ লাখ টাকা। মিন্টু একজন অসহায় মানুষ; ঋণ করে গরু কিনেছিলেন, এখন তার সবকিছুই পুড়ে গেছে।

কাজিপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আলম হুসাইন বলেন, “আগুনে একটি পরিবারের বসতবাড়ি ও তিনটি গরু পুড়ে গেছে। পাশাপাশি পানের বরজও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মোট ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ২০ লাখ টাকা। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর পাশে দাঁড়াতে ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষ থেকে সহযোগিতা করা হবে এবং বিষয়টি উপজেলা প্রশাসনকে জানানো হয়েছে।”

গাংনীতে মশার কয়েলের আগুনে প্রাণ গেল বৃদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় মশার কয়েল থেকে সৃষ্ট আগুনে অগ্নিদগ্ধ হয়ে মরিয়ম খাতুন (৮৮) নামে এক বৃদ্ধার মৃত্যু হয়েছে।

সোমবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার তেতুলবাড়িয়া ইউনিয়নের করমদি গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। আজ দুপুরে নিহতের

মরদেহ নিজ গ্রামে দাফন সম্পন্ন হয়েছে।

নিহত মরিয়ম খাতুন ওই গ্রামের খেড়ু শেখের স্ত্রী এবং ১২ সন্তানের জননী।

নিহতের মেজো পুত্রবধূ আশুরা খাতুন জানান, সোমবার রাত ৮টার দিকে শাশুড়িকে খাবার খাইয়ে মশার কয়েল জ্বালিয়ে তিনি নিজ ঘরে চলে যান। রাত ১১টার দিকে পোড়া গন্ধ পেয়ে বাইরে এসে দেখেন, শাশুড়ির বিছানায় আগুন জ্বলছে।

পরে পরিবারের সদস্যরা দ্রুত আগুন নিভিয়ে তাকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

এ বিষয়ে বামন্দী পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ এসআই শ্যামা পদ জানান, কয়েল থেকে সৃষ্ট আগুনে অগ্নিদগ্ধের একটি ঘটনা ঘটেছে। চিকিৎসাধীন অবস্থায় ওই বৃদ্ধার মৃত্যুর খবর তারা পেয়েছেন।

মেহেরপুরে ইয়াবার টাকা বিরোধে সংঘর্ষ, অপহরণ

মেহেরপুরে পূর্ব বিরোধের জেরে পথরোধ করে মারধর ও অপহরণের ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় অভিযান চালিয়ে ৫ জনকে গ্রেফতার করেছে জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ ও সদর থানা পুলিশের যৌথ একটি দল। পলাতক রয়েছে আরও একজন।

এ ঘটনাই ভুক্তভোগী মিয়ারুল ইসলাম বাদী হয়ে মেহেরপুর সদর থানায় একটি অপহরণ মামলা দায়ের করেছেন। সদর থানার ওসি হুমায়ুন কবির বিষয়টি গণমাধ্যমকে নিশ্চিত করেছেন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গতকাল সোমবার দুপুর দেড়টার দিকে মামলার বাদী ও অপহরণের শিকার মিয়ারুল ইসলাম ও তার পরিচিত গোবিপুর গ্রামের বাসার মেম্বারের ছেলে হৃদয় (৩৫) মোটরসাইকে মেহেরপুর শহরের সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের পাশের রাস্তা দিয়ে

যাওয়ার সময় আসামিরা লাঠিসোটা নিয়ে তাদের পথরোধ করে।

এসময় পলাতক আসামী হাসিবুল ইসলামের সঙ্গে হৃদয়ের পূর্বের লেনদেনের বিষয় নিয়ে তাকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করা হয়। বাদী প্রতিবাদ করলে আসামিরা তাদের ওপর চড়াও হয়ে এলোপাতাড়ি কিল ঘুষি মারতে থাকে। একপর্যায়ে হৃদয় দৌড়ে পালিয়ে গেলেও বাদীকে আটক করে লাঠিসোটা দিয়ে ভয়ভীতি প্রদর্শন করা হয়।

পরে জোরপূর্বক সাগর হোসেনের ইজিবাইকে তুলে তাকে অপহরণ করে মেহেরপুর সদর উপজেলার ফুলবাগান পাড়ার ক্রিসেন্ট ক্লাবে নিয়ে আটকে রাখা হয়।

খবর পেয়ে দুপুর ২টা ১৫ মিনিটে মেহেরপুর ডিবি পুলিশ ও সদর থানা পুলিশ যৌথভাবে অভিযান চালিয়ে ক্রিসেন্ট ক্লাব থেকে অপহৃত মিয়ারুল ইসলামকে উদ্ধার করে এবং ঘটনাস্থল ৫ জনকে গ্রেপ্তার করে। তবে অভিযানের সময় পলাতক আসামী হাসিবুল ইসলাম কৌশলে পালিয়ে যায়।

অপহরণের ঘটনায় গ্রেপ্তারকৃত এবং অপরের মামলার আসামিরা হলেনঃ মুখার্জিপাড়ার সেলিম রেজার ছেলে রোহান হোসেন রিয়াদ (২৩), রিপন আলীর ছেলে আব্দুর রহিম (১৯ ও হাফিজুল ইসলামের ছেলে তাজ হোসেন (২৪), ফুলবাগান পাড়ার শফিকুল ইসলামের ছেলে সাগর হোসেন (২৪) এবং তাতিপাড়ার মহসিন শেখের ছেলে মাহফুজুর রহমান (১৯) সহ অজ্ঞাতনামা আরও ৪/৫ জন।
অপর আসামি ফুলবাগান পাড়ার হাসেম আলীর ছেলে হাসিবুল ইসলাম (২০) কৌশলে পালিয়ে যান।

এ বিষয়ে মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোর্শেদ চৌধুরী বলেন, ‘প্রাথমিক অনুসন্ধানে পূর্বের টাকার লেনদেনকে কেন্দ্র করেই এই ঘটনা ঘটেছে বলে আমরা জানতে পেরেছি। ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং পলাতক আসামীকে গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে। এছাড়াও এ ঘটনায় মিয়ারুল ইসলাম বাদী হয়ে মেহেরপুর সদর থানায় একটি মামলা দায়ের করেছেন।’

তবে অভিযোগ ও প্রতিবেদকের প্রাথমিক অনুসন্ধানে জানা গেছে, ইয়াবা কেনার জন্য পূর্বে লেনদেনকৃত টাকা আত্মসাৎকে কেন্দ্র করে এই বিরোধের সূত্রপাত। আর তারই জের ধরেই সংঘর্ষ ও অপহরণের ঘটনা ঘটে।